২৮-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়েছ, ঈশ্বরের কোলে স্থান প্রাপ্ত করা-ই হল হীরে তুল্য হওয়া, শ্রীমৎ তোমাদের হীরে তুল্য করে দেয়"

প্রশ্নঃ- সত্যযুগে কেউ সিংহাসন প্রাপ্ত করে আর কেউ দাস-দাসী বা প্রজা পদ প্রাপ্ত করে, এর কারণ কি ?

উত্তর :- সত্যযুগে সিংহাসন তাদের প্রাপ্ত হয় যারা সঙ্গমে জ্ঞান সাগরের পড়াশোনা ভালোভাবে পড়ে এবং ধারণ করে, জ্ঞান রত্নের দান করে অনেককে নিজের মতন তৈরি করে আর যারা গাফিলতি করে, দেহ - অভিমানে এসে হাঙ্গামা করে, তারা প্রজা পদ প্রাপ্ত করে। পড়াশোনায় যারা একাগ্র নয় তারা দাস-দাসী হয় ।

ওম্ শান্তি। কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়া হারানিধি, পুরুষার্থী বাচ্চারা এই কথা জানে যে মায়ার ঝড় আসে। বাচ্চারা কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়ার পুরুষার্থ করে, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে না চলার দরুন আবার মায়ার ঝড়ে জ্যোতি নিভে যায়। এই নিয়েও গান আছে। বাচ্চারা এখন জেনেছে যে আমরা সেই পূজ্য দেবী- দেবতা ছিলাম। এই কথা আত্মা শোনে বেহদের অতি প্রিয় বাবার কাছে। তাঁরই এইরূপ মহিমা গায়ন করা হয়। তিনি হলেন উঁচু থেকেও উঁচু ভগবান। সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে ওঁনাকেই স্মরণ করা হয় কারণ এই দুনিয়ায় যথাযথভাবে দুঃখ - ই আছে। এমন নয় যে সব মানুষ-ই অবুঝ। তারা বোঝে প্রাচীন ভারত সর্বোচ্চ ছিল আর সব খন্ড বা ধর্ম ছিল না তাই ভারতকে প্রাচীন বলা হয়। এতখানি বুঝতে পারে কিন্তু সেসব কিভাবে হয়েছে, কবে হয়েছে ? ভারত আবার হীরে তুল্য কবে ও কিভাবে হবে - সে কথা জানেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছো আর যারা বিদেশে অর্থাৎ বাইরে সেন্টারে থাকে, তারাও শোনে। হীরে তুল্য করেন যিনি, সেই বেহদের বাবা বলেন - এ হল তোমাদের অন্তিম জন্ম যখন ভগবান বসে হীরে তুল্য করতে তোমাদের পড়াচ্ছেন, সুতরাং এমন বাবার কত সম্মান করা উচিত। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্যগুরুর সম্মান করা হয়। বাবা বলেন বাচ্চাদের আমি-ই সুখ প্রদান করি। এই সময় বাচ্চারা তোমাদের সুখ প্রদান করার জন্যে আমি নিজের মত দিয়ে থাকি। ভগবান যে শ্রীমৎ দিয়েছিলেন সেসব মানুষরা গীতায় লিখেছে, কিন্তু সেসব যথার্থ নয়। এখন উনি তোমাদের উঁচু থেকে উঁচু হীরে তুল্য করছেন। স্বর্গে তো তোমরাই আসতে পারো তাইনা। যদিও সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মারা হল বাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তাইনা। এইসময় শিববাবার নাতি হলে তোমরা। তারপরে প্রপৌত্র হও । বৃদ্ধি তো হয় তাইনা। বাস্তবে আমি হলাম পিতা রূপে সকলের রচয়িতা। জিজ্ঞেস করে কিনা তোমাদের কে জন্ম দিয়েছে ? তখন তারা উত্তর দেয় আল্লাহ বা খোদা জন্ম দিয়েছেন। এই কথা তো বুঝতে পারে কিন্তু কিভাবে জন্ম দিয়েছেন, কিভাবে এত বৃদ্ধি হয় - সেসব জানেনা। এইসব তো তোমরা জানো যে সত্যযুগে রচনা সংখ্যায় অনেক কম থাকে। নিশ্চয়ই রচয়িতা আছেন যিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন। নতুন দুনিয়ায় দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করান অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার বিনাশও করান নিশ্চয়ই - এই কথা কেউ জানেনা। অসংখ্য বই পত্র শাস্ত্র ইত্যাদি লেখা হয়েছে। তারা বোঝে যে এইসব দর্শন শাস্ত্র। ফিলোসফি বা দর্শন জ্ঞানকে বলা হয়। কিন্তু সেসব কেউ জানেনা জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা। তোমরা এঁর দ্বারা নলেজ প্রাপ্ত করে হীরে তুল্য হও। ঈশ্বরের কোলে স্থান প্রাপ্ত করা-ই হল হীরে তুল্য জন্ম লাভ করা। হীরে তুল্য

করেন যিনি আমাদের পিতা , তিনি হীরে তুল্য করছেন। ওঁনার কাছে সমর্পণের গায়ন আছে। সত্যযুগে সমর্পণের কোনো কথা নেই। সেখানে তো এইরূপ সঙ্কল্পও থাকেনা।

তোমরা এখন জানো আমরা এখন না শূদ্র, না দেবতা। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। তোমাদেরকে স্ব দর্শন চক্রধারী বলা হয়। এখানে তোমরা স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে বিষ্ণু কুলে গিয়ে রাজত্ব করবে। তোমাদের এখানেই স্ব দর্শন চক্রধারী, পদ্ম ফুলের মতন হতে হবে। এখানে হল পুরুষার্থ, সেখানে হল প্রালব্ধ। এমন কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। বাবা বলেন – মায়া তোমাদের তুচ্ছ বুদ্ধি করেছে। তোমরা হীরে তুল্য দেবী-দেবতা ছিলে। প্রথমে তোমরা জানতে না। দুনিয়ায় অনেক মত আছে – কেউ একরকম বলে, অন্য কেউ অন্য রকম। কেউ বলে মানুষ মরে আবার নতুন জন্ম নেয়। কেউ বলে যেমন সঙ্কল্প রচনা করবে তেমন স্বরূপে পরিণত হবে। অনেক রকমের মতামতের মানুষ আছে। তোমরা হলে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে যারা। শ্রীমৎ দ্বারা তোমাদেরও শ্রেষ্ঠ মত তৈরি হয়। তোমরা-ই জানবে, সবাই তো আর জানবেনা। সে যতই কেউ লক্ষপতি হোক বা পদ্মপতি কিন্তু এই জ্ঞানে আসা খুবই কঠিন। কোটিতে কেউ একজনই আসে কারণ ধনীদের ঝামেলা বেশি থাকে। ড্রামায় এমন টাই নির্দিষ্ট আছে যে গরীব আসবে ঈশ্বরের কোলে। এই রথটি তো ওঁনার তাইনা ! বাপদাদা দুইজনেই একত্রে আছেন – এই কথা তো তোমরা বোঝো। নিরাকার ভগবানের নিজস্ব শরীর নেই তাই শরীরের লোন নিতে হয়, তবেইতো ভগবানুবাচ হবে তাইনা। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ হতে পারেনা। তাঁর পরিচয় অবিলম্বে সবাই জেনে যায়। ইনি হলেন নিরাকার, তাই এনার পরিচয় কারো জানা নেই। আজকাল অনেক মানুষ বেশ পরিবর্তন করে কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে। টাকা উপার্জন করে। সবাই মায়ার অনুরাগী হয়েছে। এখন তোমরা হয়েছ ঈশ্বরের অনুরাগী। কেউ তো ১০০% ঈশ্বরের অনুরাগী হয়, তাঁর শরণে আশ্রয় নেয়। বাকি সবাই মায়া রাবণের শরণে বশীভূত। বাবা বুঝিয়েছেন যে বিশেষভাবে ভারতবাসীরা সবাই শোক বাটিকায় আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়াটা হল রাবণের লঙ্কা। তারা তো শাস্ত্রে হদের কথা (দেহ ও দেহের দুনিয়ার কথা) লিখে দিয়েছে। বেহদের বাবা(আত্মার পিতা) বেহদের কথা বলছেন। তোমরা জানো যে এখন আমরা ঈশ্বরীয় কোলে স্থান পেয়েছি। তারপরে আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক দেবী-দেবতা হব। সেখানে তো মায়া থাকেনা। সূর্যবংশী – চন্দ্রবংশী বিত্তশালী হয়। তারপরে যখন বৈশ্যবংশী হয় তখন হীরে জহরতের মন্দির নির্মাণ করে। সর্বপ্রথমে যে হীরে জহরাতের মন্দির নির্মাণ করে তারা এমন মহলে থাকে তাই গায়ন আছে ভারত হীরে তুল্য ছিল। এখন হয়েছে কড়ি তুল্য। এইটি হল-ই পতিত দুনিয়া। ভারত-ই সত্যখন্ড পবিত্র ছিল। ভারত-ই এখন পতিত খণ্ডে পরিণত হয়েছে, ভারতকে এখন আমরা পবিত্র বলবনা। এখন আমরা পবিত্র হচ্ছি। সেখানে তো আছেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। কৃষ্ণের কত বিশাল মহিমা আছে ! তাঁর ঝুলন উৎসব পালন হয় কিন্তু তাঁর বায়োগ্রাফি জানা নেই।

তোমরা জানো এখন হল কলিযুগ। ভারত সত্যযুগ ছিল। সঠিক ভাবে ভারতবাসীদের ৮৪ জন্ম হয়। তোমরা যখন ভালোভাবে বোঝাও তখন তারা বুঝতে পারে। এই ঈশ্বরীয় কোলে স্থান পেয়ে ভারত হীরে তুল্য হয়। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা। প্রজাকেও হীরে তুল্য বলা হবে। এখন যথা রাজা রানী তথা প্রজা সবাই হল কড়ি তুল্য। এখন হীরে তুল্য করেন বাবা, তিনি এসেছেন সুতরাং সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। হীরে তুল্য করেন বাবা, তাঁর সঙ্গেই সম্পূর্ণ যোগ যুক্ত হতে হবে। তোমরা জানো শিববাবার কাছে আমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হই। পড়াশোনার উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। পড়াশোনায় মনোযোগ সবার হওয়া উচিত তাইনা। সংসারে কাজকর্ম করে এমনটাই ভাবতে হবে যে

আমরা হলাম গড ফাদারের স্টুডেন্ট। আমাদের পড়াশোনা খুবই সহজ। এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও নিশ্চয়ই এসে শুনতে হবে । পয়েন্টস এতখানি ভালো ভালো থাকে যে যেকোনো সময় হঠাৎ মুরলীর কথা বুদ্ধিতে ঢুকে যায় তাই মুরলী যেমন করেই হোক অবশ্যই শুনতে হবে। যদি শোনা সম্ভব নয় তাহলে পড়া টা পড়তেই হবে। ব্যবস্থা হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে এক সপ্তাহ ভালো ভাবে বুঝতে হবে তারপরে নতুন পয়েন্ট বুঝবার জন্যে অবশ্যই পড়তেও হবে। বাবা পড়াতে থাকেন। পয়েন্টস বেরোতে থাকে। বোর্ডে লিখতেও পারো যে ভাইরা এবং বোনেরা , এসো , তোমাদের সবাইকে এই সহজ জ্ঞান ও সহজ রাজ যোগের দ্বারা হীরে তুল্য করি। তোমাদের কাছে তো চিত্র ইত্যাদি সবই আছে। সেসবের আধারে বোঝানো খুবই সহজ। যেমন ছোট বাচ্চাদের খেলনা দিয়ে বোঝানো হয় , পড়ানো হয় - এইটি হাতি, এমন এমন করে, এই হল উঁট ..... । মানুষও পরমাত্মার ঠিকানা জানে না , আর না-ই জানে যে উনি কি করেন। ওঁনার কর্তব্য না জানলে কি আর গুরুত্ব আছে ? অতএব চিত্রের দ্বারা বোঝাতে হবে - ইনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব, ইনি হীরে তুল্য করেন, এনার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মা দ্বারা। ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের শিববাবা পড়া করিয়ে এমন দেবী-দেবতায় পরিণত করেন। আমাদের উনি পড়িয়েছেন তবেইতো আমরা বোঝাতে পারছি তাইনা। পূর্বে এইসব জানা ছিলনা যে পরম পিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। বোঝানো তো খুবই সহজ যে ভারত হীরে তুল্য ছিল , এখন কড়ি তুল্য হয়েছে। তাহলে কড়ি র পিছনে কেন হয়রান হও ? এইসব ধন সম্পদ ইত্যাদি মাটিতে মিশে যাবে। এখন তোমরা সত্যখণ্ডের জন্যে প্রকৃত উপার্জন করো। সম্পূর্ণ উপার্জন না করার দরুন একেবারেই সাধারণ প্রজায় চলে যায়। প্রজার দাস হয়। বাবার আপন হয়ে বাবাকে ত্যাগ করে। তাই বাবা বোঝান যে বাচ্চারা ঘরে মুরলী আনিয়ে পড়তে পারো। মুরলী পাবেই। যেখানেই থাকো তোমাদের পড়া করতেই হবে। পড়ো আর পড়াও। বিদেশে থেকেও তোমরা সার্ভিস করতে পারো। পিতার পরিচয় দিতে হবে। প্রভাব তো অন্ত সময়েই দেখা যাবে। বুঝবে যে সঠিকভাবে প্রাচীন ভারত হেভেন ছিল। এখান থেকে কত ধন লুটে নিয়ে গেছে !

সত্যযুগে চৈতন্য অবস্থায় তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক হও, অর্থাৎ রাজত্ব কর। তারপরে ভক্তিমার্গে জড় চিত্র গুলি একটি কুঠিতে বন্ধ করে রাখো, স্মরণিকা তৈরি করে রাখো। পূজার জিনিষও চাই তাইনা। এখন তোমরা সবকিছু জেনেছ যে আমরা সবাই পূজনীয় ছিলাম , এখন পূজারী হয়েছি। পূজ্য থেকে পূজারী হতে আমাদের কত সময় লাগে ? মন্দির কিভাবে নির্মাণ হয় ? আমরা-ই তো মন্দির নির্মাণ করেছি। আমরা নিজেদের জড় চিত্র তৈরি করে নিজের পূজা আরম্ভ করি। কতখানি ওয়ান্ডারফুল কথা। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এবারে কোনো গাফিলতি কোরোনা। দেহি-অভিমানী হলেই তোমরা হীরে তুল্য হবে। দেহ-অভিমান যেন না থাকে। দেহ-অভিমানে এসে অনেক ঝামেলা ক'রে ফলে নিজের এবং অন্যের সর্বনাশ করে। একমাত্র জ্ঞানের সাগরের কাছে পড়াশোনা করে কেউ সিংহাসনে বসে আর কেউ দাস-দাসী হয়। দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের বাদশাহ ছিলেন। তাঁদের কত মহিমা করা হয়, পূজা হয় , মন্দির নির্মাণ হয়। এখন তোমরা জানো যে আমরা আবার সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের স্বরূপ ধারণ করছি। তারপরে সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশীতে আসব। রাজত্ব প্রাপ্তি হল অনেক উঁচু পদমর্যাদা। এমন পুরুষার্থ করতে এবং করাতে হবে। যদি করাতে জানো না তাহলে তো পুরুষার্থ করা শেখো নি। নিজ সমান পরিণত না করতে পারলে রাজা-রানী হতে পারবেনা। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে। এই নেশা খুব কম জনের-ই থাকে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে থাকবে। মাম্মা বাবাকে দেখো কত স্মরণ করেন। বাবার করুণা হয় যে এই কন্যা রূপী আত্মা এত কষ্ট তাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় ? আশ্রয় দানে কত হাঙ্গামা।

সর্বশক্তিমান শিববাবা দ্বারা ভারতকে হীরে তুল্য করার লটারি প্রাপ্ত হয়। এখানে তোমরা সম্মুখে থাকো, ভালো লাগে। বাবা ডোজ দিতে থাকেন। বাচ্চাদেরকে প্রতি কদমে শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সুখ দাতা পিতা, শিক্ষক, সদগুরুর রিগার্ড বা সম্মান করতে হবে। ওঁনার মতে চলা-ই হল ওঁনার সম্মান করা।

২) ঘর সংসারে কাজকর্ম করে নিজেকে গড ফাদারের স্টুডেন্ট ভাবতে হবে। পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, মুরলী মিস করবেনা। সত্যখণ্ডের জন্যে প্রকৃত উপার্জন করতে হবে।

বরদান : - স্মরণ ও সেবার ব্যালান্স দ্বারা সর্বজনের ব্লেসিংস প্রাপ্তকারী সফলতামূর্ত ভব

ব্যাখা: যে বাচ্চারা স্মরণে থেকে সেবা করে তাদের পরিশ্রম কম ও অধিক সফলতা প্রাপ্ত হয় কারণ দুইয়ের ব্যালান্স রাখলে ব্লেসিংস প্রাপ্ত হয়। স্মরণে থেকে যে আত্মাদের সেবা করা হয় তাদের মন থেকে বাঃ শ্রেষ্ঠ আত্মা, বাঃ আমার জীবন পরিবর্তনকারী আত্মা ... এইরূপ বাঃ বাঃ - এর আশীর্বাদ বের হয়। যারা এমন আশীর্বাদ সর্বদা প্রাপ্ত করে তাদের পরিশ্রম ছাড়া ন্যাচারাল খুশীর অনুভূতি হয় এবং সহজভাবে এগিয়ে যাওয়ার সফলতা অনুভব হয়।

স্লোগান : - যাদের জীবনে শীতলতা আছে তারা অন্যের দহনশীল চিত্তে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে ।